যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)

সারসংক্ষেপ:

'বিভাজিত বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে জাতি চেতনার বিবর্তন: নমঃশূদ্র জাতির একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০২১)' গবেষণা সন্দর্ভেটি প্রান্তিকতার ইতিহাসচর্চা শাখার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারনার প্রসারের মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নিষ্পেষিত জাতির মধ্যে চেতনা বা জাগরণ ঘটতে থাকে। চেতনার উন্মেষের সঙ্গে কোন জাতির সামাজিক পরিচিতি (Identity) ও অবস্থান (Status) এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই বিষয়টি উপজীব্য করে ভারতীয় জাতি আন্দোলন সমূহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অবিভক্ত বাংলায় নমঃশূদ্র জাতি আন্দোলন স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে।

নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন মূলত অবিভক্ত বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসবাস করতেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর বঙ্গপ্রদেশটি বিভাজিত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র জাতির মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অভিবাসিত হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ,

আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। অপরদিকে কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র জাতির মানুষ নবগঠিত পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) এ থেকে যান।

এই বিষয়টি তাঁদের সামাজিক অবস্থান পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ১৯৪৭ পরবর্তী পর্বে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর এই জাতি চেতনা এবং তাঁদের সামাজিক পরিচিতি নির্মাণের ভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয়কে আলোচ্য গবেষণার তুলনামূলক ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে নমঃশূদ্র জাতিকে উপজীব্য করে বিভিন্ন গবেষণা সংগঠিত হলেও জাতি চেতনার সঙ্গে তাঁদের পরিচিতি নির্মাণে, ক্ষেত্র ভেদের তুলনামূলক আলোচনা পাওয়া যায় না। ক্ষেত্র ভেদের এই ভিন্নতাকে উপজীব্য করে নমঃশূদ্র জাতির পরিচিতি নির্মাণ ও বিবর্তনের ইতিহাসকে, এই গবেষণা সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় পর্যালোচনা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

গবেষক

কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস

ইতিহাস বিভাগ

রেজিস্ট্রেশন নং AOOHI0200316